

## ৪৯. দুঃখ ভোগ বা যাতনা ভোগ

ছুরির আঘাতই হোক বা হৃদয়ের ব্যথাই হোক, দুঃখভোগ হল যন্ত্রণাদায়ক। তা সত্ত্বেও এটা আমাদের পরিত্রানের জন্য প্রয়োজনীয়। যীশুর মত, আমাদেরকেও অবশ্যই দুঃখভোগ করতে হবে যদি আমাদের শিক্ষালাভ করার ইচ্ছা থাকে।

### মূল পাঠ - যিশাইয় ৫৩

“তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য...ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন...মেষ শাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়...তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল, তিনি তাঁহাকে যাতনা গ্রস্ত করিলেন”। মৃত্যু ছিল তার স্বল্প দীর্ঘ জীবনের পরিসমাপ্তি, এক জীবন যা ছিল যন্ত্রণার এবং কঠোর পরিশ্রমের। এই পথ দুঃখ এবং কষ্ট নিয়ে আসবে জানা সত্ত্বেও তা তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

- ১) যীশুর দুঃখ ভোগ, তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। কেমনভাবে তুমি এটা অনুভব করবে?
- ২) তাঁহার দুঃখভোগ কী অতুলনীয় ছিল কি? যদি হয়, কেন?
- ৩) যিশু তাঁর দুঃখ ভোগ থেকে কী শিক্ষালাভ করেছিলেন? এর থেকে তুমি কি শিক্ষালাভ করতে পার?
- ৪) কেমনভাবে তিনি তাঁর দুঃখভোগ সহ্য করেছিলেন?
- ৫) কেন যিশু ইচ্ছাকৃত দুঃখভোগ করলেন?
- ৬) “ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে চূর্ণ করলেন”, এতে ঈশ্বর কী আনন্দিত বা দুঃখিত হয়েছিলেন?

### একটি আদর্শ পৃথিবী?

একজন মা তার পঙ্গু শিশুকে চুম্বন করে বিদায় জানাল, তারপর সে তার কুণ্ঠিত মুখ উপরের দিকে তুলল এবং ফিস ফিস করে বলল, “কেন?” শোককারীরা বিচলিত হয়ে তার প্রশ্নময় দৃষ্টি এড়াল এবং চলে গেল, সে বেপরয়া ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করল, “কেউ কি উত্তর দেবে?” এই সহজ প্রশ্নের কোন সরল উত্তর নেই “কেন?” কেন এক প্রেমময় ঈশ্বর মানুষকে দুঃখভোগ করতে দেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে, বিবেচনা কর দুঃখবিহীন পৃথিবী কিরকম হত। কল্পনা কর এমন এক পৃথিবী যেখানে সবসময় সবার জন্য খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয় আছে, এক পৃথিবী যেখানে কোন ব্যথ্যা এবং দুঃখ নেই – এক আদর্শ পৃথিবী। এই রকম এক আদর্শ পৃথিবীতে সবাই সুস্থ সম্পদপূর্ণ এবং জ্ঞানী হয়ে বেড়ে উঠবে অথবা সত্যিকি বেড়ে উঠবে?

ইস্রায়েলীয়রা প্রান্তরে যা চেয়েছিল ঈশ্বর তাদের তা জুগিয়ে দিয়েছিলেন – আকাশ থেকে খাবার, পাথর থেকে জল, পোশাক যা নষ্ট হয়নি, পায়ের পাতা যা ফুলে ওঠেনি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের অলৌকিক চিহ্ন এবং দুষ্ক মধু প্রবাহী এক দেশের প্রতিশ্রুতি। ইস্রায়েলীয়দের কোন কিছুর অভাব ছিল না, তা সত্ত্বেও তারা রুঢ়ভাবে প্রতিবাদ ও অভিযোগ জানিয়েছিল:

আর ইস্রায়েল সন্তানগণ সকলে মোশির বিপরীতে ও হারোণের বিপরীতে বচসা করিল, ও সমস্ত মণ্ডলী তাহাদিগকে কহিল, হয় হয় কেন আমরা মিশরের দেশে মরি নাই, এই প্রান্তরেই বা কেন মরি নাই? সদাপ্রভু আমাদেরকে খড়্গ- ধারে নিপাত করাইতে এদেশে কেন আনিলেন? (গননা ১৪:২- ৩)

যাত্রা ১৬:৪; গননা ২০:১১; দ্বি বিবরণ ৮:৪; যাত্রা ১৩:২১; গননা ১৩:২৭

তাদের চাহিদার সমস্ত কিছুর যোগান পাওয়াটাও ইস্রায়েলীয়দেরকে আরো কিছু চাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে নি; এটা তাদেরকে শেখাতে পারেনি প্রাত্যহিক খাবারের মূল্য অথবা ঈশ্বরের উপস্থিতির আশীর্বাদ। পরন্তু, তারা মান্নাকে হেয়জ্ঞান করতে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে অবজ্ঞা করতে শিখল। এই অভিজ্ঞতা ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে আনন্দ ও প্রজ্ঞা নিয়ে আসেনি।

জগৎ দুঃখভোগ ছাড়া যথার্থ নয়। এটা মানুষকে ধৈর্য, স্থির সঙ্কল্প, ক্ষমাশীলতা, ভদ্রতা, প্রজ্ঞা এবং বাধ্যতা শেখায় না।

## কিছু প্রাসঙ্গিক রচনাংশ

পরীক্ষাতে আনন্দ: হবকুক ৩:১৭- ১৮, মথি ৫:১১- ১২, যাকোব ১:১- ৪

খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ: ফিলিপীয় ১:২৯, ২ তীমথইয় ১:৮, ১ পিতর ৪:১

ঈশ্বরের শৃঙ্খলা: হিতোপদেশ ৩:১১- ১২, ১ করিন্থীয় ১১: ৩২, ইব্রিয় ১২:৫- ৬

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ: মথি ১৬:২১, ২৬:৩৭- ৩৮, ইব্রিয় ২:১০, ১ পিতর ২:২১

ঈশ্বরের আরোগ্য: গীতসংহিতা ৩৪:১৮, ১৪৭:৩

দুশ্চিন্তা করো না: মথি ৬:২৫- ৩৪, যোহন ১৪:১, ফিলিপীয় ৪:৬, ১ পিতর ৫:৭

## দুঃখভোগের মাধ্যমে শিক্ষালাভ

এদোন উদ্যানে, আদম এবং হবা দুঃখভোগ এবং চাহিদা বিহীন ছিল। যদিও, এই “আদর্শ পৃথিবীতে” কোন উদারতা দেখাবার সুযোগও ছিল না; যেহেতু তাদের সবকিছু প্রাচুর্য ছিল। তাদের কোন কিছুর জন্য ধৈর্যশীল হতে হত না, এবং ক্রম বর্ধমান মন সংকল্পনায় কোনকিছুর জন্য তাদের মরিয়া চেষ্টা করতে হত না। দুঃখভোগ ব্যাতিত তারা এই বিষয়গুলি শিখতে পারেনি।

ঈশ্বরের দ্বারা শাপ গ্রস্ত হয়ে, আদম এবং হবা বাগান থেকে চলে গিয়েছিল শিক্ষালাভ করতে - জীবনের বিচারের মধ্যে দিয়ে বাধ্যতার গুরুত্ব। একইরকম ভাবে, ইস্রায়েলীয়রা প্রান্তর থেকে বেরল এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করল বিচার এবং প্রলোভনের মুখোমুখি হতে।

পৌল অনেক দুঃখভোগ করেছিলেন এবং এর গুরুত্ব বুঝেছিলেন। তিনি লিখেছেন:

কেবল তাহা নয়, কিন্তু নানাবিধ ক্লেশও শ্লাঘা করিতেছি কারন আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্যকে, ধৈর্য পরীক্ষা সিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষা সিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে। (রোমীয় ৫: ৩- ৪)

যিশাইয় ৫৩ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যীশুর বেদনাদায়ক মহৎ দুঃখভোগ ও তাঁর পূর্ণ আজ্ঞাবহতার শিক্ষাকে। “যদি ও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি সে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তদ্বারা আজ্ঞাবহতার শিক্ষা করিলেন” (ইব্রীয় ৫: ৮)। আমাদেরকেও আমাদের সামনে উপস্থিত প্রলোভন ও বিচারকে জয় করতে হবে।

এই জন্য, তোমরা যে সকল তাড়না ও ক্লেশ সহ্য করিতেছ, সেই সকলের মধ্যে তোমাদের ধৈর্য ও বিশ্বাস থাকায় আমরা আপনারা ঈশ্বরের মণ্ডলী সকলের মধ্যে তোমাদের শ্লাঘা করিতেছি। আর উহা ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে স্পষ্ট লক্ষণ, যাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সেই রাজ্যে যোগ্য বলিয়া গন্য হইবে, যাহার নিমিত্ত দুঃখভোগও করিতেছ। (২ থিসলনীকিয় ১:৪- ৫)

আমরা যে জীবন যাপন করি তা হল বিশ্বাসের পরীক্ষা ক্ষেত্র; জীবনের আনন্দ এবং দুঃখের মধ্য দিয়ে আমরা বেছে নিতে পারি ঈশ্বরের পথ অথবা সেগুলিকে বাদ দিতে পারি। এক “আদর্শ পৃথিবী”তে আমাদেরকে না রেখে, ঈশ্বর

আমাদের আশীর্বাদ করেছেন শিক্ষালাভের, এবং দুঃখভোগের মাধ্যমে বেছে নেবার সুযোগ দিয়ে। পৌলের মত আমাদেরও দুঃখে আনন্দ করতে হবে, কারণ এগুলি ছাড়া আমাদের কোন প্রত্যাশা নেই।

## সময় এবং সুযোগ

আমি ফিরিলাম, ও সূর্যের নীচে দেখিলাম যে, দ্রুতগামীদের দ্রুতগমন, কি বীরদের যুদ্ধ, কি জ্ঞানবানদের অন্ন, কি বুদ্ধিমানদের ধন, কি বিজ্ঞদেরই অনুগ্রহ লাভ হয়, এমন নয়, কিন্তু সকলের প্রতি কাল ও দৈব ঘটে। (উপদেশক ৯:১১)

এই পদ একটা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে: ভালো অথবা মন্দ বিষয়ে প্রায়শই “হঠাৎ” ঘটে, যীশু যেমন বলেছেন, “তিনি ভাল মন্দের লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক অধার্মিকদের উপরে জল বর্ষান” (মথি ৫:৪৫)। ভালো এবং মন্দময় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জগতে, “সময় এবং সুযোগ” আমাদের অসংখ্য সুযোগ দেয় ঈশ্বরের প্রজ্ঞা শিখার জন্য।

যদি ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করতে চান আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশিত করতে, আমাদের আশীর্বাদ করতে অথবা পরীক্ষা করতে তখন আমরা তাঁর প্রশংসা করতে পারি এই জ্ঞানে যে “আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে এক সঙ্গে কার্য্য করিতেছে” (রোমীয় ৮: ২৮)। ঈশ্বরের সর্বদা পর্যবেক্ষনশীল চোখের অর্থ হল যে এক বিশ্বাসী নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করতে পারে যে ঈশ্বর হল নিয়ন্ত্রন কর্তা।

## অন্যের পাশে থাকা

খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতকে স্কাইলাস এই কথা গুলি বলেন:

যিনি শিক্ষা গ্রহন করেন তাকে দুঃখভোগ করতেই হবে, এবং এমন কি যন্ত্রনা যা ভোলা যায় না তা ঘুমের মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ভাবে হৃদয়ের উপর ঝরে পড়ে, এবং আমাদের নিজেদের হতাশার মধ্যে, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রজ্ঞা আমাদের কাছে আসে ঈশ্বরের মহান করণার দ্বারা। (অ্যাগামেমন, ১. ১৭৭)

জীবন কঠিন হতে পারে। হারানোর যন্ত্রনা একা সহ্য করা কষ্টকর, যেমন হল একাকিত্ব, হতাশা, হতভম্ব প্রত্যাখান এবং আরও সমস্ত অগন্য অনুভূতি যা আমরা উপলব্ধি করি। কেবলমাত্র অন্যের দুঃখ শোনা এবং তাদের পাশে থাকার মাধ্যমে, আমরা ব্যাপক ভাবে দুঃখের বোঝা লাঘব করতে পারি।

প্রায়শই অন্যকে সাহায্য করার ভালো উপায় হল শ্রবন করা, যত্ন করা এবং ভালোবাসা দেখানো, “তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর, এই রূপে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।” (গালাতীয় ৬: ২)।

## তোমার কী করা উচিত?

তোমার বন্ধুর বাবা মা সম্প্রতি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। তুমি তার সাথে সময় কাটাচ্ছ, তাঁর এই দুঃখ সামলাতে তাকে সাহায্য করছ। এখন সে তোমায় ফোন করে বলল তার ক্যানসার ধরা পড়েছে, সে বলল, এমন এক ঈশ্বরকে সে বিশ্বাস করে না যে তার প্রতি এরকম হতে দিয়েছে।

- ১) তুমি কি প্রতিক্রিয়াদেবে?
- ২) যদি তুমি তার জায়গায় থাকতে, তুমিও কি একই রকম ভাবে ভাবতে?
- ৩) এই রকম কষ্টে আনন্দ করা কী সম্ভব? (রোমীয় ৫: ৩)
- ৪) এই রকম পরিস্থিতিতে তুমি ঈশ্বরকে কী বলবে?

ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, তিনিই করুণা-সমষ্টির পিতা ও সমস্তর সান্ত্বনার ঈশ্বর, তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদেরকে সান্ত্বনা করেন, যেন আমরা নিজে ঈশ্বরদত্ত যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই, সেই সান্ত্বনা দ্বারা সমস্ত ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি। (২ করিন্থীয় ১: ৩- ৪)

## দুঃখভোগের শেষ

ধার্মিকতার বৃদ্ধির এক প্রয়োজনীয় অংশ হল দুঃখভোগ। কিন্তু একবার যখন আমাদেরকে অমর করা হবে, যে দুঃখ আমরা এখন ভোগ করছি তা শেষ হবে। প্রকাশিত বাক্য বর্ণনা করে ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষ হবে এই রকম।

তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে, এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। আর তিনি তাহাদের নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না, শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথা আর হইবে না, কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল। (প্রকাশিত ২১:৩- ৪)

## সারসংক্ষেপ

- দুঃখভোগ ব্যাতিত জীবনে তৃপ্তি আসে না।
- দুঃখভোগ আমাদেরকে শিক্ষাপেতে ও ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা বৃদ্ধির সুযোগ দেয়।
- “সময় এবং সুযোগ” সবার কাছে আসে কিন্তু বিশ্বাসীর জীবন সর্বদা ঈশ্বর দ্বারা নির্দেশিত।
- যারা দুঃখভোগ করছে তাদের স্বান্তনা দেওয়া এক বিশ্বাসীর কর্তব্য।
- ঈশ্বরের রাজত্বে আমরা আর এখনকার মত দুঃখভোগ করব না।

## চিন্তার উদ্দীপক

- ১) যখন তোমরা পরীক্ষিত হও তখন তোমরা কী খুব ঘন ঘন প্রার্থনা কর না কম ঘন ঘন প্রার্থনা কর? এটা তোমার সাথে ঈশ্বরের কী সম্পর্ক প্রকাশ করে?
- ২) নিম্নলিখিত পদগুলি আলোচনা কর এবং তোমার উপর এর প্রভাব লেখ।
  - ক) ইব্রিয় ১২:৪- ১৩ পদ, ঈশ্বরের শৃঙ্খলা,
  - খ) ১ করিন্থীয় ১০:১৩ পদ, ঈশ্বর বিচার সীমিত করবেন,
  - গ) গীতসংহিতা ২৬:২ পদ, পরীক্ষার জন্য যাচনা,
  - ঘ) যাত্রা ২০:৫ পদ, পাপের পরিণাম,
- ৩) নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর কেন ঈশ্বর দুঃখ করতে দেন।
- ৪) ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তির কারণে কিছু সময় দুঃখ আসে, অন্য সময়ে, আমাদের পাপের ফল হিসাবে আমরা আমাদের উপর দুঃখ নিয়ে আসি। আবার দুঃখ দেখা দিতে পারে যখন কোন নির্দিষ্ট পাপ জড়িত নেই। যখন আমরা দুঃখ পাই, আমরা কি করে বলতে পারি এটা শাস্তি না শাস্তি নয়?

উদাঃ করিন্থীয় ১১:২৯- ৩০, ২ শমুয়েল ১২:১৩- ১৪, গালাতীয় ৬:৭। দেখ, লুক ৩: ১- ৫ এবং যোহন ৯:১- ৩

## আরো জনাতে

- ১) ইয়োব শিক্ষালাভ করেছিলেন প্রচন্ড দুঃখভোগের দ্বারা। পাঠ কর ইয়োব ৩০:২০- ২৩; ৪২:১- ৬, ইয়োব কি দুঃখভোগ করাকালীন পাপ করেছিল? সে তার নিজের এবং ঈশ্বরের বিষয়ে কি শিখে ছিল?
- ২) গীতসংহিতা ২৫ পাঠ কর। দায়ুদের দুঃখভোগ সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গি কি? সে ঈশ্বরের কাছে কি চেয়েছিল?